14

দৈনিক বাংলা

তারিখ 16 SEP 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য ও সার্ক

সার্ক দু হাজার দুই সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য মোচনের নীতিমালা ও কৌশল গ্রহণ করেছে। সার্কের ঢাকা ঘোষণার সার কথাও হচ্ছে, সবার জন্যে ডাল-ভাতের নিশ্চয়তা তথা দারিদ্র্য বিমোচন। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এ ঘোষণা বাস্তবায়নের জোর তাগিদ দিয়েছেন। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী তৎপরতা আহবান করেছেন। দক্ষিণ এশিয়ার দারিদ্র্য নিরসন শীর্ষক আঞ্চলিক আলোচনা সভায় প্রদত্ত এ ভাষণকে আমরা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি।

পুরনো প্রবাদেই আছে দারিদ্র্যের গুণহরণ ক্ষমতার স্বীকৃতি। দরিদ্র জনের সকলগুণ অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। এ উক্তি ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন সত্য তেমনি সত্য জাতির জন্যেও। নিজেদের অবস্থা দিয়েই আমরা আজ মর্মে মর্মে তা অনুভব করি। জাতি হিসেবে গর্ব করার মত অনেক কিছুই আমাদের আছে। তবে তার সবই অতীতের গর্ভে নিহিত। এ দেশ যখন 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' ছিল তখন জ্ঞানে-বিজ্ঞানেও সমকালীন বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। সেই অতীত আজ মৃত। দারিদ্র্যের কঠোর নিষ্পেষণ আমাদের আজ পরমুখাপেক্ষী করে তুলেছে। গৌরবজনক ইতিহাসের উত্তরাধিকারকে আমরা আজ আর ঐতিহ্য বলে দাবি করতে পারি না।

এ উক্তি গোটা দক্ষিণ এশিয়ার জন্যেই সমান সত্য। ভৌগলিক এবং সাংস্কৃতিক নৈকট্য আমাদের পক্ষে সহ-যোগিতার সম্ভাবনাকে সহজ করে রেখেছে। সম্মিলিত উদ্যোগ গৃহীত হলে দারিদ্র্য জয় করা কঠিন হওয়ার কথা নয়।

এ উদ্যোগের প্রয়োজন স্পষ্ট করে তোলার জন্যে একটা উদাহরণই যথেষ্ট। সব সমাজেরই পায়ের তলায় পড়ে আছে দরিদ্র জনতা। এ কথাও সত্য। তবে এটাই সব সত্য নয়। অন্যভাবে দেখতে গেলে দেখা যাবে দরিদ্রজনতার উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে আছে সমাজের পুরো কাঠামো। যেমন পত্রে-পুষ্পে উজ্জ্বল বৃক্ষের নির্ভর চাকচিক্যহীন শিকড়রাজি। শিকড়ের চাহিদায় ঘাটতি দেখা দিলে বর্ণসম্ভার তো পরের কথা, বৃক্ষের অস্তিত্ব নিয়েই টান পড়ে। দারিদ্র্যের প্রথম ও প্রত্যক্ষ আঘাত সমাজের সাধারণ মানুষকে সইতে হলেও কোনো স্তরই তাকে এড়িয়ে থাকতে পারে না।

একই উপমার জের টেনে বলতে পারি, দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগ সমাজের নিম্নস্তর নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও কার্যত তা শিকড়ে পানি বা সার ঢেলে গোটা বৃক্ষের সেবার মত। কান্ড, শাখা আর পল্লব রাজি সকলেরই এ পরিচর্যা বা জোগানের প্রয়োজন আছে। তবে তা নিশ্চিত করার জন্যে গোড়ায় ঢালাই যথেষ্ট। শাখায় পাতায় পানি ছড়িয়ে উদিষ্ট ফায়দা পাওয়ার উপায় নেই।

এই ধারণা থেকেই এসেছে 'সবার জন্যে ডাল-ভাত' কর্মসূচী। ডাল-ভাত নেহাত প্রতীকী উচ্চারণ। যার ব্যঞ্জনা দারিদ্র্যমুক্ত জীবন। দারিদ্র্য আমাদের প্রাণশক্তি কুরে কুরে খেয়ে এমন পাপচক্রে জড়িয়ে ফেলেছে যে হট করে তাকে ঝেড়ে ফেলা অকল্পনীয়। নিজ নিজ অবস্থান থেকে এবং সম্মিলিতভাবে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তৎপরতার মাধ্যমেই কেবল এ প্রবল শত্রুর মোকাবিলা করা সম্ভব হতে পারে। সরকারের উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগ এবং সার্ক-এর আওতায় আঞ্চলিক উদ্যোগ এ জন্যেই জরুরী।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রধান করণীয় হিসাবে গ্রহণ করেছেন। সরাসরি দারিদ্র্য মোচন কর্মসূচীর জন্যেই এ বছর পনেরো শত কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর সঙ্গে আছে শিক্ষা আর শিল্পায়নসহ অন্যান্য কর্মসূচী। নেহাত ভাত-কাপড়ের জোগান দিয়ে দারিদ্র্য দূর করার উপায় নেই। ভাত-কাপড়ের জোগান অব্যাহত রাখার জন্যে উৎপাদন বাড়াতে হবে, ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্যে তার রোজগারের পথ করে দিতে হবে, আর সেই সঙ্গে তার যোগ্যতাও বাড়াতে হবে। এক কথায় দারিদ্র্য বিমোচনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ভাবৎ উন্নয়ন কর্মকান্ড। যার নির্যাস শিল্পায়ন এবং জনশক্তি উন্নয়ন।

এ বিপুল দায়িত্ব সরকারের একার পক্ষে সম্পাদিত হওয়ার নয়। এককভাবে একটি জাতির জন্যেও দুষ্কর। আর এ জন্যেই এ যুগে আঞ্চলিক সহযোগিতার উপর এমন জোর দেয়া হচ্ছে। উন্নত বিশ্ব বলে পরিচিত ইউরোপকেও নতুন করে জোট বাঁধতে হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর জন্যেও বিকল্প কিছু নেই বলেই গোড়া থেকেই সার্ক-এর ধারণা এ অঞ্চলে এমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু ধারণাকে যদি কাজে রূপান্তরিত করা না হয় এ জনপ্রিয়তার কোনো বাস্তব অর্থ থাকবে না। অস্তিত্বও না। সকলকে তাই এখনই তৎপর হতে হবে।

উদ্যম আর আন্তরিকতা নিয়ে কাজে হাত দিলে কি ঘটতে পারে তা দেখার জন্যে দূরে যাওয়ার দরকার নেই। এশিয়ারই প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল আজ নতুন পরিচয় নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বছর কুড়ি-ত্রিশ আগেও যাদের অবস্থা ছিল আমাদেরই মত কিংবা তারচেও শোচনীয় তারাও আজ সমৃদ্ধির পথে দ্রুত আগুয়ান। অন্তত দারিদ্র্যের কলংক আজ আর তারা বহন করছে না। কোনো আলাদীনের প্রদীপ তাদের ভাগ্য বদলায়নি। শ্রম আর নিষ্ঠা দিয়েই নিজেদের ভাগ্য তারা গড়ে তুলেছে এবং তুলছে।

দক্ষিণ এশিয়ার সাতটি জাতির জন্যে এমন রূপান্তর অসম্ভব মনে করার কারণ নেই। আমাদের বরং বাড়তি সুযোগ আছে পারস্পরিক সহযোগিতায় একে অন্যের ঘাটতি মিটিয়ে ফেলার। সার্কএ সুযোগকে সম্প্রসারিত করে তুলেছে। এর ব্যবহার আমাদের করতেই হবে।

উৎপাদন নিয়ে প্রধান সমস্যা হচ্ছে এর বিলিবন্টন তথা বাজার পাওয়া। মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রতিযোগিতায় উন্নয়নশীল দেশগুলোর সকলেই বাজার নিয়ে বিব্রত। উন্নয়নশীল দেশের প্রথাগত রফতানী ছিল প্রাথমিক পণ্য, যা প্রতিযোগিতায় আজ দুর্বল বলে প্রমাণিত। শিল্প উৎপাদন ছাড়া তাই অর্থনৈতিক বিকাশ এ যুগে অকল্পনীয়। এই শিল্পজাত উৎপাদন নিয়েও বাজারের প্রতিযোগিতা আছে। তবে সার্ক সহযোগিতার আওতায় পরিকল্পিতভাবে এগোলে আমাদের এ নিয়ে সমস্যায় পড়ার কথা নয়। অন্তত একশ কোটি মানুষের বিশাল বাজার তো আমাদেরই আছে। প্রয়োজন একে কেবল সংগঠিত করে তোলা।

জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দেয়া হয়েছে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী অবশ্যই এতে নতুন প্রেরণার সঞ্চার করবে। তবে জনবহুল এ দেশে শিক্ষার এ ব্যাপক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে হলেও বেসরকারী পরি-পূরক উদ্যোগ অপরিহার্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জনসংখ্যা যেমন সম্পদ বা শক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ধরে তেমনি এর একটা সমস্যার দিকও আছে। সমস্যাটাই এ মুহূর্তে প্রধান বা প্রত্যক্ষ। সমস্যাটা হচ্ছে, উন্নয়ন তৎপরতা যত জোরই হোক তার গতিশীলতার একটা সীমা আছে। গাণিতিক হারেও যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক হারে বর্ধমান জনসংখ্যার চাপ বহনে তা সক্ষম হতে পারে না। অর্থাৎ উন্নয়নের পর নতুন মুখের আহার জোগাতেই ফুরিয়ে গেলে দারিদ্র্য মোচনের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যেতে বাধ্য। উন্নয়ন তৎপরতার পাশাপাশি তাই জনসংখ্যা আয়ত্তে রাখার কথাও ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ জোরদার হওয়া আবশ্যিক।

উপসংহারে আমরা আবারো বলতে চাই, যে অঞ্চল এককালে বিশ্বের সমৃদ্ধতম অঞ্চল হিসাবে পরিচিত ছিল, কৃষি আর শিল্প সকল বিবেচনায়ই যে জনগোষ্ঠী ছিল বিশ্বে পুরোগামী, দারিদ্র্য তাদের বিধিলিপি হয়ে ওঠা স্বাভাবিক গণ্য হতে পারে না। কতিপয় আরোপিত কারণেই দক্ষিণ এশিয়া আজ শোচনীয় দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। এর থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ দক্ষিণ এশিয়ার মানুষকেই নিতে হবে। সার্ক এর সাফল্য সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর করেছে। প্রয়োজন কেবল সার্ক চেতনার পরিপূরক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যাওয়া।

—সালেহ চৌধুরী